দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 29 AUG 2007 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

অনির্দিষ্টকাল বন্ধ থাকায় ভার্সিটিগুলো ভয়াবহ সেশনজটের কবলে পড়বে

কেবল ঢাবিতেই ৯০টি পরীক্ষা স্থগিত হয়েছে

ইনকিলাব ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকায় ক্যাম্পাসে এখন ছাত্র-ছাত্রীদের পদচারণা নেই। সেখানে বসতি গেঁড়েছে ছিন্নমূল ভাসমান মানুষ। কলাভবনের সামনের বাগান থেকে ফুল তুলছে এক ভাসমান মহিলা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভয়াবহ সেশনজটের কবলে পড়তে যাচ্ছে। গত ২০ আগস্টের ঘটনাপ্রবাহ ও ২২ আগস্ট থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণার পর শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৯০টি পরীক্ষা স্থগিত হয়েছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও সমসংখ্যক পরীক্ষা স্থগিত হয়েছে বলে জানা গেছে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, অচলাবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হলে সেশনজট আরো কয়েকগুণ বেড়ে যাবে।

গত ২০ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষের জের ধরে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সরকার দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভাগীয় শহরে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়। পরবর্তীতে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খুললেও বিশ্ববিদ্যালয়সহ সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। ২২ আগস্ট কারফিউ জারির পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গতকাল ২৮ আগস্ট পর্যন্ত পরীক্ষা স্থগিত করে।

গত সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের জরুরি সভায় অনির্দিষ্টকালের জন্য পরীক্ষা স্থগিতের সিদ্ধান্ত হয়। শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিশ্চিন্তে চলাফেরা নিশ্চিত করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিবেশ দ্রুত ফিরিয়ে এনে শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নীতিনির্ধারকদের এ সভা থেকে আহ্বান জানানো হয়। সভা শেষে ভারপ্রাপ্ত ভিসি প্রফেসর আ ফ ম ইউসুফ হায়দার ইনকিলাবকে জানান, গত বুধবার সন্ধ্যায় ৬টার পর থেকে এ পর্যন্ত ক্যাম্পাসে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন বিষয় সিন্ডিকেটকে অবহিত করা হয়েছে। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনির্দিষ্টকালের জন্য সব পরীক্ষা স্থগিত থাকবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি উন্নতির পর সরকারকে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে অনুরোধ করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির কারণে ইতোমধ্যে ৮৭টি পরীক্ষা স্থগিত হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। আগামী ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত যদি আর কোন পরীক্ষা না নেয়া হয়, তবে আরও ২৮৮টি নির্ধারিত পরীক্ষা পিছিয়ে যাবে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাড়তি পাঁচ মাসের সেশনজট সৃষ্টির আশংকা রয়েছে। তবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বাহারুল হক চৌধুরী জানিয়েছেন, সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয় খোলার এক সপ্তাহ পর পরীক্ষা শুরু হয়। তাই এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই।

সূত্র জানায়, স্থগিত পরীক্ষাগুলোর মধ্যে কার্জন হল কেন্দ্রে ৪১টি ও কলাভবন কেন্দ্রের ৪৬টি পরীক্ষা রয়েছে। স্থগিত এসব পরীক্ষা বিএ, বিএসএস, বিএসসি অনার্স দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষ এবং এমএ শ্রেণীর। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আগামীকাল থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, ইনস্টিটিউট এবং অধিভুক্ত কলেজের ২৮৮টি পরীক্ষা হওয়ার কথা রয়েছে। আগামী সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি তৃতীয় বর্ষ বিএ এবং বিএসএস শ্রেণীর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। যদি এসব পরীক্ষা না হয় তবে আরও প্রায় পাঁচ মাসের সেশনজট সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া তিনটি গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের তিনটি বর্ষের আরও ৩০টি পরীক্ষা এই ছুটির কারণে স্থগিত হয়ে গেছে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), জাহাঙ্গীরনগর, জগন্নাথ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েরও অর্ধ শতাধিক করে পরীক্ষা স্থগিত হয়েছে বলে জানা গেছে।

অনির্দিষ্টকালের জন্য পরীক্ষা স্থগিতের কারণে সেশনজট বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করে শিক্ষাবিদেরা বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অচলাবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হলে এর ফলাফল হবে ভয়াবহ। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. আনিসুজ্জামান বলেন, এ অবস্থা যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহলে সেশনজটের মাত্রা কয়েকগুণ বেড়ে যাবে। কতদিন এ অবস্থা থাকবে তা এখানো বুঝা যাচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এম আসাদুজ্জামান বলেছেন, এ অবস্থার নিরসন হওয়া দরকার। শিক্ষাবিদরা বলেছেন, সকল দিক বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুলে দেয়া দরকার। তাছাড়া হল, লাইব্রেরী বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় বড় ধরনের ছেদ পড়বে বলে জানিয়েছেন তারা।